শিল্পবার্তা

বর্ষ ৪
সংখ্যা ৮
১৪ আষাঢ় ১৪২২
২৮ জুন ২০১৫

Industries Minister Amir Hossain Amu MP, exchanging gifts with NewYork state Department of Agriculture and Markets

Industries Minister's visit to UK, USA & Canada

Industries Minister Mr. Amir Hossain Amu MP leads a six member delegation to see the recent developments in Accreditation, Standards, Metrology, Testing laboratories and educational institutions in the United Kingdom, United States of America and Canada.

Other members of the delegation were S M Ghulam Farooque, Member, Industry & Power Division Planning Commission, Iqramul Haque, Director General, BSTI, Sheikh Nazrul Islam, Chief, IMED, Md. Anwarul Alam, Deputy Chief, Ministry of Industries, Fakhrul Mazid Mahmud, Assistant Private Secretary to Hon'ble Minister, Ministry of Industries.

This visit programme focused on to see the conditions of those advanced countries and compare their achievements with our existing capacities and asses the gap for further development.

The team went round the British Standard Institution (BSI). This Institute develops and maintain British Standards and represent the UK in European Union and International Standardization (ISO/IEC). All Government Departments and Executives agencies are member of BSI. This organization is similar to our Bangladesh standards and Testing Institution (BSTI). Howard Kerr, Chief Executive of BSI-Explaned about the activities and exchanged views with the executives working over there.

They also visited United Kingdom Accreditation Service (UKAS). UKAS providing accreditation services to the laboratories in UK as per ISO 17011. Rob Bettinson, Divisional Director (Technical)

explained the activities of the organization. They provide services in the field of Quality-environment, housing and property, food, health & safety, high ways and fare trading of weights and measures. UKAS accredits around 1500 Laboratories, over 150 certification bodies and 230 Inspection bodies.

They further went to see the activities of Better Regulations Delivery Office (BRDO). Programme Manager of this institute Mr. Erica Butler explained about the activities of BRDO. This organization is similar to our proposed National Quality Policy Implementation Office under Ministry of Industries.

On second leg of the visit they went NewYork State Department of Agriculture & Markets. This Department is situated at City of Albany the Capital City of New York State. Mr. Michael J. Sikula, Director (Weights & Measures) explained various aspects of metrology and their applications in the market place of New York.

Ms. Karen Stephany, Quality Assurance Manager, New York State Food Laboratory briefed about the activities of the laboratories. The team went round different sections of the food testing laboratory and see ongoing testing activities of different food samples.

Bangladesh team visiting a laboratory

Team visited National Institute of Standards and Technology under United States Department of Commerce in Washington. Mr. Katya Delak, International Affairs Officer (International and Academic Affairs Office) explained various aspects of the organization. Mr. Kari Harper and Bradley W. Moore Program Manager briefed about the activities of various laboratories. They went round different laboratories and witnessed the activities of those laboratories. This organization is similar to our BSTI in USA.

The team also visited Canadian Association for Laboratory Accreditation Inc (CALA) at Ottowa, Canada. Mr. C. Charles Brimley, President and CEO explained various aspects of Accreditation services, Proficiency Testing services, training services, while Mr. Colleen Cotter, Accreditation Manager and Mr. Ken Middlebrook, Proficiency Testing Manager, were present on the occasion. All CALA services are designed and delivered to inspire excellence in laboratories: to promote a better understanding of test results in their clients; and to earn the confidence of regulators. CALA is an Internationally recognized not for profit accreditation body serving

both public and private sector testing laboratories in Canada and aboard. This organization is similar to Bangladesh Accreditation Board (BAB).

At last the team visited Institute for Quality Management in Healthcare at Toronto. Mr. J. Aynn, Chief Executive Officer explained the various aspects of the organization with special emphasis on their educational activities and accreditation of Medical Laboratories on ISO 15189. While Ruth Morales and Julie Coffey, Associate Director explained the significance of their activities in the society. In Canada Medical Laboratories accreditation were voluntary in the past beat now it is mandatory. This organization also organizing proficiency testing in a very wider way. A large number of laboratories all over the world participate proficiency testing with them. Bangladesh Accreditation Board (BAB) is undergoing assessment of medical laboratories in the country and organize Proficiency Testing in a similar way. Another team comprising with Md. Mosharraf Hossain Bhuiyan, ndc, Secretary, Ministry of Industries as Team Leader, Md. Abu Abdullah, Director General, BAB, Md. Lutfor Rahman Tarafder, Joint Chief and Project Director, BQI-BEST Project, Md. Mahubub-ul Islam, Joint Secretary, ERD, A,K,M Shamsul Areefin, Joint Secretary, Muhammad Nurul Amin Khan, Senior Assistant Chief and Deputy Project Director, BQI-BEST Project, Ministry of Industries also visited these organizations.

Bangladesh delegation exchanging gifts with NewYork State Department of Agriculture & Markets, and NY State Food Testing Laboratories officials.

On completion of the visit, the team members opinioned that they have learned a lot from visiting. They have seen latest technology, competent manpower, sound management system, well equipped

laboratories and secured environment friendly working atmosphere in those organizations. These organizations maintaining ISO standard with harmonization of their own regulatory requiremrnts, with national and international collaboration and cooperation.

ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে

জনস্বার্থে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্য তেল বিক্রয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে বাধ্য করা হবে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় "ভোজ্য তেল ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন-২০১৩" এর আওতায় কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে। তিনি এ আইন মেনে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্য তেল বাজারজাত করতে রিফাইনারি মালিকদের প্রতি আহবান জানান। শিল্পমন্ত্রী গত ৩১ মে জাতীয় পর্যায়ে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্য তেলের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য আয়োজিত র‍্যালি পরবর্তী সমাবেশে বক্তৃতাকালে এ কথা বলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন "ফর্টিফিকেশন অব এডিবল অয়েল ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্পের উদ্যোগে র‍্যালির আয়োজন করা হয়। সমাবেশে অন্যদের মধ্যে শিল্পসচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি, প্রকল্প পরিচালক ও মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধান মোঃ লুৎফর রহমান তরফদার বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্য তেলের ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে এদিন সকালে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। এতে শিল্পসচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসিসহ মন্ত্রণালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারি, রিফাইনারি মালিক, কর্মকর্তা ও শ্রমিকরা অংশ নেন।

ন্যায্যমূল্যে প্যাকেটজাত আখের চিনি বিক্রয় কর্মসূচির উদ্বোধন

পবিত্র শব-ই-বরাত ও রমজানে জনসাধারণের মধ্যে মানসম্পন্ন চিনি সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্যাকেটজাত আখের চিনি বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু গত ২৮ মে রাজধানীর দিলকুশায় চিনি শিল্প ভবনে এ বিক্রয় কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। বিএসএফআইসি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান একেএম দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্পসচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া বিশেষ অতিথি ছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে উন্নতমানের দেশী চিনি সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্যাকেটজাত চিনি বিক্রির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রোজার মাসে দেশে যে পরিমাণ চিনি দরকার, সরকারের কাছে সে পরিমাণ চিনি মজুদ রয়েছে। ফলে পবিত্র রমজানে কেউ অতি মুনাফার সুযোগ পাবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি শুধু পবিত্র রমজান মাসেই নয়, সারা বছর রাজধানীসহ দেশব্যাপী এ কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে বিএসএফআইসি কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন। শিল্পসচিব বলেন, আমদানিকৃত চিনির মাত্র ১০ শতাংশ আখ থেকে উৎপাদিত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলে আখ থেকে উৎপাদিত হওয়ায় এ চিনির মিষ্টতা, গুণগতমান ও ফুডভ্যালু অনেক বেশি। তিনি নির্ভেজাল এ চিনির প্রচারণা জোরদার করতে গণমাধ্যমের প্রতি আহবান জানান। উল্লেখ্য, আখ থেকে উৎপাদিত এ চিনির এক কেজির প্যাকেট ৪২ টাকা এবং দুই কেজির প্যাকেট ৮৩ টাকা বিক্রয় হচ্ছে। খুচরা বিক্রেতারা এক কেজির প্যাকেট সর্বোচ্চ ৪৬ টাকা এবং দুই কেজির প্যাকেট ৯০ টাকা বিক্রি করছেন।

আগরকে ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে ঘোষণা

তৃণমূল পর্যায়ে কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ইতিবাচক অবদানের কথা বিবেচনা করে আগরকে ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে এ শিল্পে কর্মরত প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক ও সাড়ে তিনশ' কারখানা মালিকরা শিল্পখাতে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন সুবিধাদি পাবেন। জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের নির্বাহী কমিটির (ইসিএনসিআইডি) সভায় সভাপতিত্বকালে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এমপি গত ২৩ মার্চ এ ঘোষণা দেন।

চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

*মোঃ সিরাজুল হায়দার

ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার কান্দিবৈলারপুর ও চন্দ্রনারায়ণপুর মৌজা এবং কেরানীগঞ্জ উপজেলার চরনারায়নপুর মৌজাধীন ১৯৯.৪০ একর জমির ওপর জানুয়ারি ২০০৩ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে ১০৭৮.৭১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পরিবেশবান্ধব চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা এর নির্মাণ কাজ বর্তমানে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১৯৯.৪০ একর ভূমি অধিগ্রহণ, Initial Environmental Examination (IEE). Environmental Impact Assessment (EIA) প্রতিবেদন প্রণয়ন ও DOE-এর ছাড়পত্র গ্রহণ, প্রকল্প সাইটের পরীক্ষা (টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে, সয়েল টেস্ট ও হাইড্রোলজিক্যাল স্টাডি), ভূমি উন্নয়ন, প্রশাসনিক ভবন, পুলিশ ফাঁড়ি, ফায়ার ব্রিগেড শেড, পাম্প ড্রাইভারস কোয়ার্টার, প্রবেশ সড়ক, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন ও কালভার্ট, সীমানা প্রাচীর, পানি সরবরাহ পাইপ লাইন, গভীর নলকূপ স্থাপন, কেন্দ্রীয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার নির্মাণ, বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন, আরইবি কর্তৃক (১০ এমভিএ ক্যাপাসিটি সম্পন্ন ২টি) বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র স্থাপন, যানবাহন ক্রয়, জনবল নিয়োগ, বিটিএ ও বিএফএলএলএফইএ-এর আওতাধীন ১৫৫টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ২০৫ টি প্লট বরাদ্দ প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

বর্তমানে চামড়া শিল্পনগরীতে হাজারীবাগ থেকে ট্যানারি স্থানান্তরের লক্ষ্যে CETP ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ, STP (Sewege Treatement Plant) নির্মাণ, SPGS (Sludge Power Generation System) নির্মাণ, SWNS (Solid Waste Management System) নির্মাণ/স্থাপন ও ট্যানারি মালিকদের অনুকূলে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান কার্যক্রম এবং ট্যানারি মালিকদের কারখানা নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান BRTC, BUET এর তত্ত্বাবধানে Common Effluent Treatment Plant (CETP) নির্মাণের কার্যক্রম দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে নির্মাণাধীন CETP এর সিভিল কাজের প্রায় ৭০% এর অধিক সম্পন্ন হয়েছে। CETP নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট Electro-Mechanical equipment আমদানির নিমিত্ত প্রথম L/C খোলা হয়েছে। প্রথম L/C-এর বেশিরভাগ মালামাল চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছেছে, যা খালাসের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২৩ অক্টোবর ২০০৩ এবং পরবর্তীতে ১৩ অক্টোবর ২০১৩ বিসিক ও ট্যানার্সদের ২টি এ্যাসোসিয়েশন (বিটিএ এবং বিএফএলএলএফইএ) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। বরাদ্দকৃত ১৫৫ টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে মোট ১৫৩ টি প্রতিষ্ঠান লে-আউট প্লান দাখিল করেছে। বিসিক ইতোমধ্যে ১৫২ টি লে-আউট প্লান অনুমোদন করেছে। অনুমোদিত লে-আউট প্লান অনুযায়ী ১৫০ টি শিল্প ইউনিটের নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য সাইটে নির্মাণ সামগ্রী মজুদসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ১২৫ টি শিল্প ইউনিট পাইলিংসহ কারখানা নির্মাণের মূল কাজ শুরু করেছে। ১৮ টি শিল্প ইউনিট বাউন্ডারি ওয়াল ও গার্ডশেড নির্মাণ করেছে। ০৫ টি শিল্প ইউনিট শুধু বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করেছে। ০২ টি শিল্প ইউনিট শুধু গার্ডশেড নির্মাণ করেছে। নির্মাণ কার্যক্রম শুরু না করায় ০৩ টি শিল্প ইউনিটের বরাদ্দ বাতিল করা হয়েছে।

চামড়া শিল্প হাজারীবাগ থেকে স্থানান্তরের জন্য সরকার কর্তৃক ক্ষতিপূরণ বাবদ বরাদ্দকৃত ২৫০ কোটি টাকা বিতরণের লক্ষ্যে ক্ষতিপূরণ নীতিমালা অনুমোদিত হয়েছে। ইউনিটভিত্তিক ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হয়েছে। বর্তমানে ৪২ টি শিল্প ইউনিট থেকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রস্তাব পাওয়া গেছে। ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু ৪ টি ট্যানারি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিপূরণের চেক হস্তান্তর করেন। ২৫ মে ২০১৫ পর্যন্ত হাজারীবাগস্থ ১৩টি ট্যানারি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৩,৬৯,৩২,৬২৫/- টাকা ক্ষতিপূরণের চেক হস্তান্তর হয়েছে। অবশিষ্ট ২৯ টি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাব যাচাইপূর্বক অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্ভুত সমস্যা নিরসন ও বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত করতে মন্ত্রণালয়, বিসিক, প্রকল্প কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠানসহ নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিং করা হচ্ছে এবং বর্তমানে সার্বিক কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে। প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে সিইটিপি ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ ও ট্যানারি শিল্প নির্মাণ করতঃ আনুষঙ্গিক যাবতীয় কাজ শেষ করে হাজারীবাগ হতে ট্যানারিগুলো চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকাতে স্থানান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হবে মর্মে হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

*যুগ্মসচিব, প্রকল্প পরিচালক, বিসিক

পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিঃ এর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পর্যালোচনা

*ড. দিলীপ কুমার শর্মা এনডিসি

কারখানা প্রতিষ্ঠা ও স্থাপিত লক্ষ্যমাত্রা ঃ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী চুক্তির আওতায় পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পটি ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ হতে নভেম্বর ১৯৮৫ সময়কালে বাস্তবায়ন করা হয়। ইহা রাজধানী ঢাকা হতে ৬০ কি: মি: উত্তর-পূর্বে নরসিংদী জেলা, পলাশ উপজেলাধীন ঘোড়াশাল পৌরসভায় অন্তর্গত। শীতলক্ষা নদীর পূর্বপাড় সংলগ্ন ১৯৩ (একশত তিরানব্বই) একর জমিতে অবস্থিত সার কারখানাটির ফ্যাক্টরি এলাকা ৭৯ (উনআশি) একর, কর্মকর্তা-কর্মচারি ও শ্রমিকদের আবাসিক এলাকা ৭৬ (ছিয়াত্তর) একর এবং অবশিষ্ট ৩৮ (আটত্রিশ) একর লেগুন রয়েছে। প্রকল্পটি সমাপ্তির পর ১৯৮৬ সালের প্রথম দিকে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শেষে জুলাই ১৯৮৬ হতে বাণিজ্যিক উৎপাদনে রয়েছে। দেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে এখানে প্রিল্ড ইউরিয়া ও এ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপাদিত হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ অবিচ্ছিন্ন থাকবে ধরে নিয়ে কারখানায় দৈনিক ৩০৫ মে: টন হিসেবে বছরে ৯৫,০০০ মে: টন প্রিল্ড ইউরিয়া এবং দৈনিক ১০০ মে: টন হিসেবে বছরে ৫৬,০০০ মে: টন এ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

উৎপাদন ও বিপণন ঃ ফ্যাক্টরিতে ১৯৮৬-১৯৮৭ বছরে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর পর হতে গত ২০১৩-২০১৪ পর্যন্ত বিগত ২৯ বছরের মধ্যে ১৫ (পনের) বছর স্থাপিত লক্ষ্যমাত্রা তথা বছরে ৯৫,০০০ মে: টন বা ততোধিক উৎপাদন করেছে। অবশিষ্ট সময়ে বাৎসরিক লক্ষমাত্রার নিরিখে উৎপাদন করেছে। ব্যতিক্রম ১৯৯৭-১৯৯৮ উৎপাদন বছরে উক্ত সময়ে মাত্র ১৫,৫০০ মে: টন ইউরিয়া উৎপাদন হয়েছে। ফ্যাক্টরিতে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ বন্ধ ছিল কারণ এ সময় গ্যাস সরবরাহ হিসাব অনুযায়ী উক্ত বছরে কারখানাটি মাত্র ৫৭ (সাতান্ন) দিন প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ প্রাপ্তির বিপরীতে ৩০৮ (তিনশত আট) দিন গ্যাস সরবরাহ বন্ধ ছিল।

উৎপাদন তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিগত ২৯ বছরে কারখানাটি ১৫ (পনের) উৎপাদন বছরে স্থাপিত উৎপাদন লক্ষমাত্রা ৯৫,০০০ মে: টন এর অধিক উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে, প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ না পাওয়ায় চারটি উৎপাদন বছরে কারখানায় ৫০,০০০ মে: টন এর নিম্নে উৎপাদন হয়েছে। লক্ষণীয় যে, ১৯৯৭-১৯৯৮ বছরে সর্বনিম্ন ১৫,৫০০ মে: টন উৎপাদিত হয়েছে। কারণ হিসেবে কারখানায় মাত্র ৫৭ (সাতান্ন) দিন গ্যাস সরবরাহ প্রাপ্তির বিষয়টি উল্লেখ করেছে। একই সময়ে আট উৎপাদন বছরে একলক্ষ মে: টন এর অধিক বিক্রি হয়েছে। পঞ্চাশ হাজর মে: টন বা এর নিম্নে বিক্রি হয়েছে সাতটি উৎপাদন বছরে। উৎপাদন বিক্রয় পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, বিগত ২৯ বছরের মধ্যে ১২ বছর লাভে এবং অবশিষ্ট সময়ে লোকশানে পরিচালিত হয়েছে। এক্ষেত্রে মোট লাভের পরিমাণ ১৩০,৮৪,১৩,০০০ (একশত ত্রিশ কোটি চুরাশি লক্ষ তের হাজার) টাকা লোকশানের বিপরীতে ১৫৩,৭৬,২৬,০০০ (একশত তিপ্পান্ন কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ ছাব্বিশ হাজার) টাকা। তদনুযায়ী সারকারখানাটি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর পর হতে বিবেচ্য সময় পর্যন্ত লোকশানে রয়েছে। উল্লিখিত সময় পুঞ্জিভূত লোকশানের পরিমাণ ২২,৯২,১৩,০০০.০০ (বাইশ কোটি বিরানব্বই লক্ষ তের হাজার টাকা। ফ্যাক্টরির বাণিজ্যিক উৎপাদনের সময় ১৯৮৬-১৯৮৭ সাল হতে ২০১৩-২০১৪ পর্যন্ত নির্ধারিত উৎপাদন লক্ষমাত্রার বিপরীতে উৎপাদন ও বিক্রয় বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, কারখানাটি গত ২০১০-২০১১ বছর হতে ক্রমান্বয়ে লাভে পরিচালিত হচ্ছে, তম্মধ্যে ২০১১-২০১২ বছরে সর্ব্বোচ্চ ৬৯,৩১,৫২,০০০ (উনসত্তর কোটি একত্রিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার) টাকা লাভ করেছে যা ক্ষতির পরিমাণকে হ্রাস করছে।

ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা ঃ কারখানা ব্যবস্থাপনা চিত্র (সারণী) অনুযায়ী বিগত দুই বছরে অর্থাৎ ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ এর ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ১৮ (আঠারো) মাসে উৎপাদিত প্রিল্ড ইউরিয়ার পরিমাণ ৭৭৫৩২.০০ মে: টন এবং বিক্রি হয়েছে ৭৪,৫৫১.০০ মে: টন। কারখানাটির উৎপাদন, বিপনন, মজুদ, ডাউনটাইম, লাভ/ক্ষতি এবং শ্রমিক কর্মচারিদের অধিকাল ভাতা (সরণী) ইত্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, চাহিদার নিরিখে কাঁচামাল তথা গ্যাস সরবরাহ অপ্রতুল থাকায় লক্ষমাত্রার বিপরীতে উৎপাদন অর্জন সম্ভব হয় নাই। ডিসেম্বর ২০১৪ মাসে লুজ ২৬১.৭০ মে: টন, বস্তাবন্দি ৮৩৫৭২.৮০ মে: টন আমদানিকৃত ৯২৩০৪.৮৬ মে: টনসহ মোট ১,৭৬,১৩৯.৩৬ মে: টন সার মজুদ ছিল। এ সময়ে সর্বোচ্চ ৭৪৪ ঘন্টা ডাউনটাইম রেকর্ড করা হয়েছে যথাক্রমে আগষ্ট ২০১৩ ও আগষ্ট ২০১৪ মাসে এবং সর্বনিম্ন ৪০.১০ ঘন্টা ডিসেম্বর ২০১৪ মাসে।

উৎপাদন বিপণন প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত শ্রমিক কর্মচারিদের অধিকালভাতা আহরণের বিষয়টি (সারণী) পরীক্ষায় দেখা যায় যে, শ্রমিক-কর্মচারির প্রায় সকলেই বিবেচ্য সময়ে অধিকালভাতা আহরণ করেছেন। বিবেচ্য সময়ে সর্বাধিক অধিকাল ভাতা আহরণকারী উপরের দিকের ১০ (দশ) জন শ্রমিকের প্রায় প্রত্যেকেই বিবেচ্য মাসে ২০০ (দুইশত) ঘন্টার বেশি অধিকাল শ্রম দিয়েছেন। তাদের মধ্যে চারজন ২৭৩,২৬৫,২৬৩ ও ২৪৯ ঘন্টা অধিকাল শ্রমের বিপরীতে মজুরীর ভাতা আহরণ করেছেন। শ্রম আইন ২০০৫ অনুযায়ী একজন শ্রমিককে তার স্বাভাবিক কাজের অতিরিক্ত সর্ব্বোচ্চ ২৫% সময়ের জন্য অধিকাল কাজে নিয়োগ করা যায় এবং অধিকাল কাজের মজুরী ও নিয়োজিত শ্রম কালের সময়ের দ্বিগুণ সময়ের ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে। কারখানা আইন অনুযায়ী একজন শ্রমিক সপ্তাহে ৬ (ছয়) কার্যদিবসে ৮ (আট) ঘন্টা ধরে ৬x৮=৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টা নিয়মিত কাজ করে থাকেন। সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে সপ্তাহে তার নিয়োজিত নিয়মিত কর্মঘন্টা ৪৮ এর ২৫% অর্থাৎ ১২ (বার) ঘন্টা (শ্রম আইন অনুযায়ী) অধিকাল কাজে নিয়োজিত করা হলে তাকে সপ্তাহে ৪৮+১২=৬০ (ষাট) ঘন্টা (অধিকাল প্রকৃত ৬ ঘন্টা) কাজের মজুরী ও অধিকাল ভাতা প্রদান শ্রম আইন অনুযায়ী যথাযথ। সে হিসেবে চার সপ্তাহের মাসে একজন শ্রমিককে (৬x৪x২)=৪৮ ঘন্টা (বাস্তবে ২৪ ঘন্টা কাজের) জন্য অধিকাল ভাতা প্রদানের বিষয়টি স্বাভাবিক ও আইনানুগ। ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন (Management report) অনুযায়ী প্রায় সকল শ্রমিক কর্মচারিদের দিয়ে অধিকাল কাজ করানো হয়েছে এবং বিপরীতে অধিকাল ভাতা প্রদান

করা হয়েছে। অধিকাল ভাতা আহরণকারীদের মধ্যে উপরের দশজন প্রত্যেকেই বিবেচ্যমাসে ২০০ (দুইশত) ঘন্টারও বেশি অধিকাল কাজের ভাতা আহরণ করেছেন। এক্ষেত্রে উক্ত শ্রমিক মাসে ১০০ (একশত) ঘন্টার বেশি অধিকাল কাজে নিয়োজিত ছিলেন। সেক্ষেত্রে কারখানার প্রায় সকল শ্রমিক কর্মচারিকে যদি অধিকাল কাজে নিয়োজিত করতে হয় সেক্ষেত্রে অনুমান করা যায় (Presumption) যে, ফ্যাক্টরির জনবল সম্পাদনীয় কাজের পরিমাণের সাথে সুষম নয়। অন্যদিকে ফ্যাক্টরিতে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকার সময় (বছরের মে হতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) প্রায় একই পরিমাণ অধিকাল কাজে নিয়োগ এবং ভাতা প্রদানের বিষয়টি ব্যবস্থাপনায় সার্বিক অদক্ষতার বহিঃপ্রকাশ (সারণী)। কারখানাটির উৎপাদন বিপণন, মজুদ, ডাউন টাইম, লাভ/ক্ষতি এবং শ্রমিক কর্মচারিদের অধিকাল ভাতা বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় কাঁচামাল তথা গ্যাস সরবরাহ অপ্রতুল থাকায় উৎপাদন প্রক্রিয়া লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন সম্ভব হয় নাই। বিস্তারিত বিবরণ সারণী প্রদর্শিত।

করণীয় ঃ শিল্প কারখানাটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার সময় জুলাই ১৯৮৬ মাসে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে এর অর্থনৈতিক আয়ুস্কাল ধরা হয় ১৫ (পনেরো) বছর। স্থাপনের সময় প্রতি মে: টন ইউরিয়া উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিমাণ ১৩৩৪ এন ঘন মিটার (৪৯.৮০ এম সি এফ)। প্রযুক্তির উৎকর্ষের নিরিখে ইউরিয়া উৎপাদনে ব্যবহার্য প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিমাণের বিষয়টিও বিবেচ্য। ইউরিয়া ও এ্যামোনিয়া উৎপাদনের পাশাপাশি উপজাত পদার্থ (কঠিন, তরল ও বায়বীয়) ও শক্তির (তাপ ও আলো) বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনায় সময়ের দাবি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় বর্তমানে কারখানার উপজাত প্রায় সকল পদার্থ ও শক্তিকে পুনঃ ব্যবহারের প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। শ্রমিক কর্মচারির অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর বিপরীতে সংখ্যা অপ্রতুল বিবেচিত হলে নতুন নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। এতে একদিকে মূল মজুরীর বেতনের দ্বিগুণ বা এর অধিক অধিকাল ভাতা পরিশোধের পরিবর্তে নবাগতদের দ্বারা অনেক কম মজুরীর বিনিময়ে কাঙ্খিত পর্যায়ে কাজ আদায় সম্ভব হবে। পরিমাণে অল্প হলেও এলাকায় কর্মসংস্থান বাড়বে।

উপরোক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের মাধ্যমে ফ্যাক্টরিতে ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষসাধন করা যেতে পারে।

ক. একটি কারিগরি বিশেষজ্ঞ দলের দ্বারা ফ্যাক্টরির স্থাপিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বর্তমান উৎপাদনের বিষয়টি পর্যালোচনা করা। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তা নিয়ে বিসিআইসির কারিগরি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করতে পারে।

খ. কারখানায় গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখার নিমিত্তে বিষয়টি জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে গ্রহণ করা যেতে পারে।

গ. একজন ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ অথবা কমিটির মাধ্যমে শ্রমিক কর্মচারিদের দায়িত্ব ও সম্পাদিত কাজের পরিমাণ সময়ের নিরিখে জনবল কাঠামো পুনর্গঠন করা যেতে পারে।

সমাপ্তি ঃ দেশে বিদ্যমান প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিমাণ সীমিত। এর সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে শ্রমঘন শিল্পকে প্রযুক্তিঘন শিল্প দ্বারা প্রতিস্থাপন আবশ্যক। শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালে অবশিষ্ট যা বর্জ্য হিসেবে চিহ্নিত হয় তাও পুনঃ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উপযোগী করে তোলার সম্ভাবনা রয়েছে। শ্রমিক কর্মচারিদের অধিকাল ভাতা প্রদানের বিষয়টি পর্যালোচনা ও পরীক্ষাক্রমে দৃঢ় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। তা হলে সর্বোপরি এ শিল্প প্রতিষ্ঠানটি দেশের অমূল্য সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্প ক্ষেত্রে রূপকল্প ২০২১ অর্জনে কার্যকরি ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

জুলাই ১৩৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত উৎপাদন, বিপণন, মজুদ, ডাউন টাইম, লাভ/ক্ষতি এবং শ্রমিক কর্মচারিদের অধিকাল ভাতা প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি

মাসের নাম	উৎপাদন মে: টঃ	বিপনন (মে:টঃ)	মজুদ মে:টঃ			ডাউন টাইম (ঘন্টা)	লাভ/ক্ষতি (লক্ষ টাকা)	অধিকাল ভাতা							
			লুজ	বস্তাবন্দি	আমদানি			শ্রমিক সর্বোচ্চ		শ্রমিক সর্বনিম্ন		কর্মচারি সর্বোচ্চ		কর্মচারি সর্বনিম্ন	
								ঘন্টা	বেতনের %	ঘন্টা	বেতনের %	ঘন্টা	বেতনের %	ঘন্টা	বেতনের %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
জুলাই	০.০০	১৭৮৪.০০	৯.৮৫	৬.৭৫	৯২৪৫.০০	৭২০.০০	২৩৮.০৩	২০৮	২০০	৫০	৪৮.০৮	২১০	২০১.৯২	-	-
আগষ্ট	০.০০	১২০২.০০	৯.৮৫	৬.৭৫	৮৬১৩.৮০	৭৪৪.০০	৪৫২.৪৪	১৭৭	১৭০.১৯	-	-	২০০	১৯২.৩১	-	-
সেপ্টেম্বর	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অক্টোবর	৭০৮১.০০	৪২০৮.০০	২৩.৪০	৫৩৩২.২০	৮৯০৪.৭৫	১৫৬.৩৫	৩০৪.৮৭	২৪৯	২৩৯.৪২	-	-	২০০	১৯২.৩১	-	-
নভেম্বর	৭৬৯২.০০	৬৩৬২.৫০	১৪.১০	৮৪৬২.৫০	৭১১৩.২৫	০.০০	২৩৯.৪৩	২৪৯	২৪২.৩১	-	-	২০০	১৯২.৩১	-	-
ডিসেম্বর	৮২০৪.০০	১৪০০২.০০	৭.১৫	৬৪২৮.৯৫	৩৩৫৫.৮০	১২৮.২০	২৫০.০৩	২৪৯	২৪০.৩৮	-	-	১৯২	১৮৪.৬২	-	-
জানুয়ারি	৯২৯৪.০০	৮৭৯৪.৫০	০.৫৫	৮৯৮০.০৫	১৩১০.৮০	৬৭.১৫	৪৭৮.৬৭	২৭৩	২৬২.৫০	-	-	১৯২	১৮৪.৬২	-	-
ফেব্রুয়ারি	৯১৯২.০০	৭৭০৮.০০	৪৩.০০	১১৩৪.০০	৩৮৪.৮০	০.০০	২২৮.২৪	২৫৭	২৪৭.১২	-	-	২২৫	২১৬.৩৫	-	-
মার্চ	৮১৬৩.০০	৯৯৬৯.০০	২৯.৪৫	৯৯২৯.৬৫	২১০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
এপ্রিল	৪৫৬২.০০	৫৬৬২.০০	১৭.৩৫	৮৮৬৩.০৫	০.০০	০.০০	৭৭.৪৭	২৬৫	২৫৪.৮১	-	-	২২৫	২১৬.৩৫	-	-
মে	১৬.০০	১৭৮৪.০০	১৭.৩৫	৭৫৩৩.০৫	৬১৪.১৫	৫৪১.১৫	৩৬৬.৪৫	১৯৬	১৮৮.৪৬	-	-	২২০	২১১.৫৪	-	-
জুন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জুলাই	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আগষ্ট	০.০০	১১৫২.০০	১৭.৩৫	২৬৮৫.০৫	৭১৯৭.০১	৭৪৪.০০	৪৪৮.৭৫	২৩৩	২২৪.০৪	-	-	২০৮	২২৬.৯২	-	-
সেপ্টেম্বর	০.০০	২৪৪৯.০০	১৭.৩৫	২৩৬.০৫	৭১৯৭.০০	৪২৭.৫০	৪৭১.২৩	১৮২	১৭৫.০০	-	-	২২০	২১১.৫৪	-	-
অক্টোবর	৬২৮৫.০০	৩৯৪৩.০০	৩৫.২০	৩৮৮৫.৬০	৫১৭১.৬০	৪৮৭.৫০	৯০.৪৯	২৬৩	২৫২.৮৮	৭৫	৭২.১২	৬০	৫৭.৬৯	-	-
নভেম্বর	৮৫১১.০০	৪১৮.০০	৯.৩৫	৮৩৫৩.১০	৫৭৬০.৯৫	৭৮.১০	৩১৭.৯২	২৬৫	২৫৪.৮১	৮০	৭৬.৯২	২০৮	২০০.০০	৫৭	৫৪.৮১
ডিসেম্বর	৮৫৩২.০০	৫১৭৩.০০	১০.৪০	১১৭৩৬.০৫	৫৭৩৫.৯৫	৪০.১০	৩৫৯.২০	২৫১	২৪১.৩৫	৮৬	৮২.৬৯	২৪০	২৩০.৭৭	৬০	৫৭.৬৯

উৎস : মাসিক ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন

*১। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বৎসরে ৩০৭.৭৩ দিন গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় উৎপাদন কম হয়।

*২। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বৎসরে ৭৭.৮ দিন গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায়, উৎপাদন কম হয়।

*৩। ২০০৮-২০০৯ ইং অর্থ বছরের ১০৬ দিন, ২০০৯-২০১০ ইং অর্থ বছরের ২১৮ দিন, ২০১০-২০১১ ইং অর্থ বছরের ৯০ দিন ২০১১-২০১২ ইং অর্থ বছরের ৯৬ দিন, ২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বছরের ১৫১ দিন, ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বছরের ১৫৭ দিন ২০১৪-২০১৫ ইং অর্থ বছরের ৬৭ দিন গ্যাস এর অভাবে কারখানায় উৎপাদন বন্ধ ছিল।

*যুগ্মসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

Right to information : people's right to know

*Md. Dabirul Islam

" I may not agree with what you say, but I will defend to the death your right to say it" (referred to as 'Voltair's famous maxim). It is generally known that every human being is born with certain fundamental rights such as, right to food, shelter, clothes, speech, justice, etc. These rights are not only enshrined in the national constitution but also recognized in the internatinal instruments dealing with human rights. All the states in the world are bound by the law to give priority to these basic rights in order to enhance the standard of life of its people and the status of the states. To that effect, United Nations Organization has adopted a Charter of human rights shortly after its creation.

Freedom of information is one of the most important basic rights of the citizens of a country. Right or access to information of the general people to the state owned documents have been denied or ignored by the governments on the excuse of protecting secrecy of the state since many years. However, for the first time in the world a convention of granting Right to Information to all its citizens was passed in Sweden in 1776. The first four RTI countries in the world are Sweden (1776), Colombia (1888), Finland 1951 and USA (1966). It is surprising that, from 1766 to 1865 only one country and from 1866 to 1965 only two countries' people had experienced the freedom of information. Considering the people's right to information of the world the UN General Assembly was pleased to pass a resolution in 1948 declaring freedom of information as fundamental human right. It has also been included in the article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). At present, more than one hundred countries in the world have taken initiatives to provide right to information to their citizens.

In the recent years, Bangladesh has achieved remarkable development in many sectors. A good number of laws have been enacted to facilitate and accelerate the development of the country. As a result significant improvement has taken place in social indicators like education, health and sanitation etc. Per capita income has also been increased and the rates of poverty and extreme poverty have gone down significantly. Enactment of Right to Information Act (RTIA) 2009 is a bold and historic step of the government fulfilling the long cherished desire of the people for access to information particularly the information of state owned public oriented organizations. The right to information is a basic principle of a functioning democracy and one of the core principles of good governance. Free access to information is a key component of transparent and accountable government. It plays a vital role in enabling people to see what is going on within government and other organizations. In pursuance of their policy British Government in 1923 had imposed "The Official Secrets Act 1923" which provided no scope the access of the public documents.

Right to Information Act, 2009 is a milestone in the legal history of Bangladesh. This is the first act after independence of Bangladesh that ensures people's right to obtain information from the government offices and other organizations. In its preamble it was thus stated that freedom of thought, conscience and speech is recognized in the Constitution of the People's Republic of Bangladesh as one of the fundamental rights and right to information is an inalienable part of freedom of thought, conscience and speech. It further stated that it is necessary to ensure right to information for the empowerment of the people and if the right to information of the people is ensured, the transparency and accountability of all public, autonomous and statutory organizations and of other private institutions constituted or run by government or foreign financing shall be increased, corruption of the same shall be decreased and as a result good governance of the same shall be established. Someone may want to know about meaning of RTI and as per the Act "right to information" means the right to obtain information from any authority. The Act has clearly pointed out the government and non government organizations as authority which will serve the people with the information disclosing proactively or supplying upon request. According to RTIA "information" includes any memo, book, design, map, contract, data, order, notification, document, sample, letter, report, accounts, project proposal etc. but it shall not include note-sheets or copies of note-sheets of any authority. Authority includes a broader periphery, besides government organizations it has included almost all the private organization or institutions which are controlled or substantially financed either directly or indirectly by the government and NGOs substantially funded by the foreign aid. In the said Act it has been mentioned

that for supplying the information every authority shall have "information providing unit" from the head office to upazila office. Thus almost all the government, statutory, autonomous organizations and government or foreign aid utilizing NGOs subject to the provision of the act are under purview of the RTIA to furnish desired information to the applicant, though the organizations and institutions involved in state security and intelligence mentioned in the Schedule have been kept out of this Act. But in case of corruption and violation of human rights these organizations are supposed to provide the information.

One of the strongest features of This act is that it compels the authority to proactively disclose the specific information it held. In fact, Proactive disclosure definitely reduces the number of requests and delay in information delivery. It is stated that every authority shall, publish and publicize all information pertaining to any decision taken, proceeding of activity executed or proposed by indexing them in such a manner as may easily be accessible to the citizens. Besides, every authority shall publish a report every year which shall contain almost all the particulars of its organization. To enrich and meet the need or demand of the people for desired information, the Act speaks that subject to the provisions of this Act, every citizen shall have the right to information from the authority, and the authority shall, on demand from a citizen, be bound to provide him with the information. The Act also puts down great importance on "proactive disclosure" as mentioned so as to minimize the queries or request for access to information. In order to ensure right to information under this Act, it has been strictly instructed that every authority shall prepare catalogue and index of all information and preserve it in an appropriate manner in computer and shall connect them through a country-wide network to facilitate access to information.

Despite the law offers a huge area of getting information, it preserves some restriction of delivering information on a few state and people related security, safety, law and order and other allied items. In this regard it has been stated that notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act there shall be no obligation to give any citizen an information disclosure of which would prejudicially cause a threat to the security, integrity and sovereignty of the country; may affect the existing relationship with any foreign country of international organization or any regional alliance or organization. Moreover few information on various business and security related issues and the privacy of the personal life of an individual or physical safety of any person etc. have been exempted from obligatory disclosure.

Getting information under this act is very simple. Under this Act a person may apply to the Designated Officer (DO) in prescribed form, available in each information providing unit, requesting for information either in writing or through electronic means or through e-mail mentioning name, address, fax number and e-mail address. The applicant should mention correct and clear description of the information sought for; description of the modes how he wants to have the information, that is making inspection, having copy, taking note or any other approved method. In the case of obtaining information the applicant may be required to pay reasonable fees as prescribed in the rules which is very nominal for such information.

If the information is available to the DO, he or she shall provide the information to the applicant within 20 (twenty) working days from the date of receiving the request. It is to be noted that if a request made is relating to the life and death, arrest and release from jail of any person, the DO shall provide preliminary information thereof within 24 (twenty-four) hours. If the DO fails to provide information within the time-frame as mentioned it shall be presumed that the request for information has been rejected. If any person fails to receive information within the specified time or is aggrieved by a decision of the DO may, within 30 (thirty) days from the expiry of such period or, as the case may be, from the receipt of such a decision, prefer an appeal to the appellate authority. The appellate authority shall within 15 (fifteen) days of the receipt of the appeal dispose it as per law and rules.

The Act has provided scope to an aggrieved person to lodge a complaint directly to the Information Commission, the apex administrative body of protecting right to information. A complaint may be lodged to the information Commission at any time against the order of appellate authority or if he gets no information within the specified time or gets no decision about providing information within 30 (thirty) days from the date of such decision. If the Information Commission is satisfied upon an complaint or otherwise that any authority or, as the case may be, any DO has failed to do any act or has

done an act that was against the provisions of this Act, it may take action against such authority or DO. The Information Commission in general is supposed to dispose of any complaint within 45 (forty five) days of receiving such complaint, but, in special cases, if it requires can extend time up to 75 (seventy five) days including extended time. Any decision passed by the Information Commission shall be binding upon all concerned.

It is for the general information of the readers that ministry of Industries is working seriously on Right to Information. The Ministry and all of its affiliated organization including the field office of the affiliated organizations have appointed Designated Officers for each information providing units. The ministry in its dynamic website (www.moind.gov.bd) has created a menu on RTI and proactively disclosed almost all the information as per RTIA. The information providing Units of the ministry and other subordinate organizations are always ready to cooperate and serve the people with the deliverable information.

*Joint Secretary
Ministry of Industries

শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সামাজিক বিপণন ধারণার প্রসার জরুরী

শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়নে সামাজিক বিপণন ও নেটওয়ার্কিং (Social Marketing and Networking) ধারণার প্রসার জরুরী বলে মন্তব্য করেছেন শিল্প মন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশগুলোতে এ ধারণা জনপ্রিয় করে ইতোমধ্যে সামাজিক কল্যাণ জোরদার করা সম্ভব হয়েছে। সামাজিক বিপণন ধারণা ব্যবসায়ে মুনাফা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে অভিমত দেন তিনি। শিল্পমন্ত্রী গত ১২ মে রাজধানী প্যান প্যাসেফিক সোনারগাঁও হোটেলে "এশিয়ার দেশগুলোতে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে কর্মরত সংগঠনগুলোকে সামাজিক বিপণন এবং নেটওয়ার্কিং ধারণার প্রসার (Social Marketing and Networking for National productivity Organizations/NPOs) শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালার উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন। জাপানভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাক্টিভিটি অর্গ্যানাইজেশন (এপিও) এবং শিল্পমন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গ্যানাইজেশন (এনপিও) যৌথভাবে এ কর্মশালার আয়োজন করে। শিল্পসচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গ্যানাইজেশনের (এনপিও) পরিচালক ড. মোঃ নজরুল ইসলাম। এতে অন্যদের মধ্যে জাপানভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাক্টিভিটি অর্গ্যানাইজেশনের প্রতিনিধি মিজ হো থো নো (Ms. Huong Thu Ngo), এনপিও'র যুগ্ম পরিচালক, আবদুল বাকি চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য, চারদিন ব্যাপী আয়োজিত এ কর্মশালায় এপিও'র সদস্যভুক্ত দেশ কম্বোডিয়া, রিপাবলিক অব চায়না, ফিজি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, লাউস, মঙ্গোলিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপোর, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও স্বাগতিক বাংলাদেশের মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন। দুই জন বিদেশী এবং একজন বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞ এ কর্মশালা পরিচালনা করেন। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে কর্মরত জাতীয় সংগঠনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সামাজিক বিপণন ও নেটওয়ার্কিং সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে এটি আয়োজন করা হয়।

আন্তর্জাতিক কর্মশালায় শিল্পমন্ত্রীর সাথে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্পের উন্নয়ন ও উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে করণীয়

*মিজানুর রহমান

বাংলাদেশের বর্তমান সময়ে শিল্পের বিকাশ ও নব নব শিল্প স্থাপন একটি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বাজার ছোট হওয়ায় প্রতিযোগিতা যেমন বেড়ে যাচ্ছে তেমনি বিদেশ থেকে একই পণ্যের কম দামে প্রবেশের কারণে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে শিল্পসমূহ বিশেষ করে পুরাতন শিল্পসমূহ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। সরকারি খাতে ষাটের দশকে প্রতিষ্ঠিত শিল্পসমূহ এখনও অনেক আন্তরিক প্রচেষ্টায় চালু রাখা সম্ভব হচ্ছে। এগুলোকে সচল রাখার এবং প্রয়োজনীয় উৎপাদন অব্যাহত রাখা নানা কারণে আবশ্যক।

প্রথমতঃ বাজার অর্থনীতিতেও যে সরকারের intervention এর আবশ্যকতা রয়েছে তা সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক recession এর সময় প্রমাণিত হয়েছে। শিল্প পণ্য উৎপাদনে, বাজারে এবং অর্থনীতিতে সরকারের প্রয়োজনীয় সময়ে intervention না থাকলে জনকল্যাণ ব্যাহত হয়। পণ্যের দাম অনেক সময়ে প্রতিযোগিতার অভাবে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার উর্ধ্বে উঠে যেতে পারে। বেসরকারি শিল্পে একমাত্র লক্ষ্য মুনাফা অর্জন করা। কোন কোন সময় একক কিংবা cartel এর প্রভাব কোন কোন শিল্প পণ্যের মূল্য প্রতিযোগিতামূলকভাবে বাজারের স্বাভাবিক নিয়মে নির্ধারণ না হয়ে উৎপাদনকারীর নির্ধারিত মূল্যে ক্রয়ে জনগণ বাধ্য হয়। তখনই জনকল্যাণ ব্যাহত হয় এবং সে সময়েই সরকারের intervention এর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এরকম সময়ে রক্ষাকবচ হয়ে উঠে সরকারি শিল্পের পণ্য, যা বাজারে থাকলে মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে থাকতে বাধ্য হবে। সে কারণেই অতি প্রয়োজনীয় আইটেমসমূহের উৎপাদনের জন্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পসমূহ থাকা আবশ্যক।

দ্বিতীয়ত ঃ বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ব্যাপক সংখ্যক জনগণের মুখের আহার যোগানো।

তৃতীয়ত ঃ পণ্যের মান বজায় রাখা। সরকারি পর্যায়ে যদি standard শিল্প পণ্য উৎপাদিত হয় তাহলে বেসরকারি পর্যায়েও সেই minimum standard বজায় রাখতে বাধ্য হয়।

চতুর্থত ঃ সাম্প্রতিক recession থেকে ইউরোপ-আমেরিকা-এশিয়া যা শিখেছে তা হলো একটি minimum level-এ হলেও পণ্যের উৎপাদন, বাজার ব্যবস্থা তথা অর্থনীতি সর্ব পর্যায়ে সরকারি নজরদারি রক্ষায় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য না হলেও অনিয়ন্ত্রিত ফলাফল ঠেকানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকারের হাতে থাকা আবশ্যক। আর সেই ব্যবস্থাই হলো সরকারের অধীনে অতি প্রয়োজনীয় শিল্প পণ্য উৎপাদন।

যে সকল শিল্প সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে, সে সকল শিল্পসমূহকে কি করে লাভজনকভাবে টিকিয়ে রাখা যায়, উৎপাদন অব্যাহত রাখা যায় এবং সরকারি শিল্পসমূহ কিভাবে বাজার ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের হাতকে শক্তিশালী করে জনকল্যাণে কাজে লাগানো যায় সে সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক। সাম্প্রতিক কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগোপযোগী ঘোষণা এসেছে যে, শিল্পপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে রফতানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে যে যৌক্তিকতা তা হলো :

১) বাংলাদেশের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ বাজার সীমিত। বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্য সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিলে আমাদের শিল্পের বিকাশ হবে এবং শিল্প রক্ষা হবে।

২) রপ্তানি করতে হলে মান উন্নয়ন করতে হবে আর তাতে দেশীয় বাজারেও মানসম্পন্ন পণ্য জনগণ ভোগ করতে পারবে।

৩) গবেষণা ও উন্নয়ন : গবেষণা করে-

■ নতুন পণ্য উৎপাদন ■ পুরাতন পণ্যের মান উন্নয়ন ■ কমদামে কোয়ালিটি পণ্য উৎপাদন ■ পণ্যে নতুন নতুন value addition বাড়াতে হবে।

৪) **Existing শিল্পসমূহ যুগোপযোগী করার জন্য-**

■ বিনিয়োগ বৃদ্ধি ■ প্রকল্প গ্রহণ ■ BMRE করণ ■ পুরাতন পদ্ধতির মেশিনসমূহ Replacement করে সর্বাধুনিক মেশিন স্থাপন
■ প্রয়োজনীয় জনবল প্রশিক্ষণের জন্য বিনিয়োগ প্রয়োজন।

আমাদের সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পসমূহ বহু পুরাতন। এসব শিল্পসমূহকে যুগোপযোগী করার জন্য যা প্রয়োজন তা হলো :

১) প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে গবেষণার জন্য সেল গঠন ও বিনিয়োগ।

২) সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা তৈরি এবং বাস্তবায়ন। সময়ভিত্তিক Target ঠিক করে রফতানির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ।

৩) দ্রুত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে :

■ যে মেশিনগুলো যুগোপযোগী নয় তা Replace করে সর্বাধুনিক মেশিন স্থাপন।
■ পণ্যের diversification এর জন্য নতুন নতুন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং শিল্প স্থাপন।

৪) দেশের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ এমন নতুন শিল্পের জন্য প্রকল্প গ্রহণ যেমন, পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, এলইডি বাল্ব, আইটি বিষয়ক শিল্প ইত্যাদি।

২০২১ সালের ভিশন, ২০৪১ সালের Target অর্জনে আমাদের লক্ষ্য স্থির করে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের perspective plan অনুযায়ী সরকারি খাতের শিল্পসমূহ চালু রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্যক অনুভব ও উপলব্ধি করতে হবে, আধুনিকায়ন করতে হবে এবং এর সাথে অতি প্রয়োজনীয় শিল্পসমূহ স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। একটি দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হতে হলে এবং এর লক্ষ্য যদি উন্নত দেশে রূপান্তর করা হয় তা হলে তাকে শিল্প সমৃদ্ধ হতেই হবে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং জনকল্যাণে সরকারি খাতের শিল্পসমূহকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং শিল্পের উৎপাদন দেশীয় বাজারের চাহিদা অনুযায়ী, মানসম্পন্ন করে বিদেশেও বাজারজাত করতে হবে। আর তা করতে হলে আমাদের কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এখনই।

*অতিরিক্ত সচিব, পরিচালক (বাণিজ্যিক), বিএসইসি।

সিআইপি (শিল্প) কার্ড পেলেন ৫৬ শিল্প উদ্যোক্তা

শিল্প উদ্যোক্তাদের দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও উদ্যোক্তাসুলভ মানসিকতার কারণে হরতাল-অবরোধের নামে বিএনপি-জামাতের ধ্বংসাত্মক রাজনীতির মধ্যেও দেশের অর্থনীতি সচল রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, গত ছয় বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে ৬ শতাংশের বেশী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রেখে বাংলাদেশ উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব মন্দার কারণে উন্নত দেশগুলোতে লাখ লাখ শ্রমিক ছাঁটাই হলেও বাংলাদেশের কোন শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়নি। শিল্পমন্ত্রী গত ৭ মে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা সিআইপি (শিল্প)-২০১৪ হিসেবে নির্বাচিত উদ্যোক্তাদের মাঝে কার্ড বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন। রাজধানীর হোটেল পূর্বাণীতে শিল্পমন্ত্রণালয় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শিল্পসচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের অন্যদের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ ফরহাদ উদ্দিন, সিআইপি (শিল্প) কার্ডপ্রাপ্ত উদ্যোক্তা ও এফবিসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ এবং এসিআই ফরমুলেশনস লিমিটেড এর চেয়ারম্যান এম আনিস উদ দৌলা বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য, পদাধিকার বলে, ১২ জন, বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরিতে ২১ জন, মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে ০৯ জন, ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরিতে ০৬ জন, মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরিতে ০২ জন, কুটির শিল্প ক্যাটাগরিতে ০১ জন এবং সেবা শিল্প ক্যাটাগরিতে ০৫ জন সিআইপি নির্বাচিত হয়েছেন।

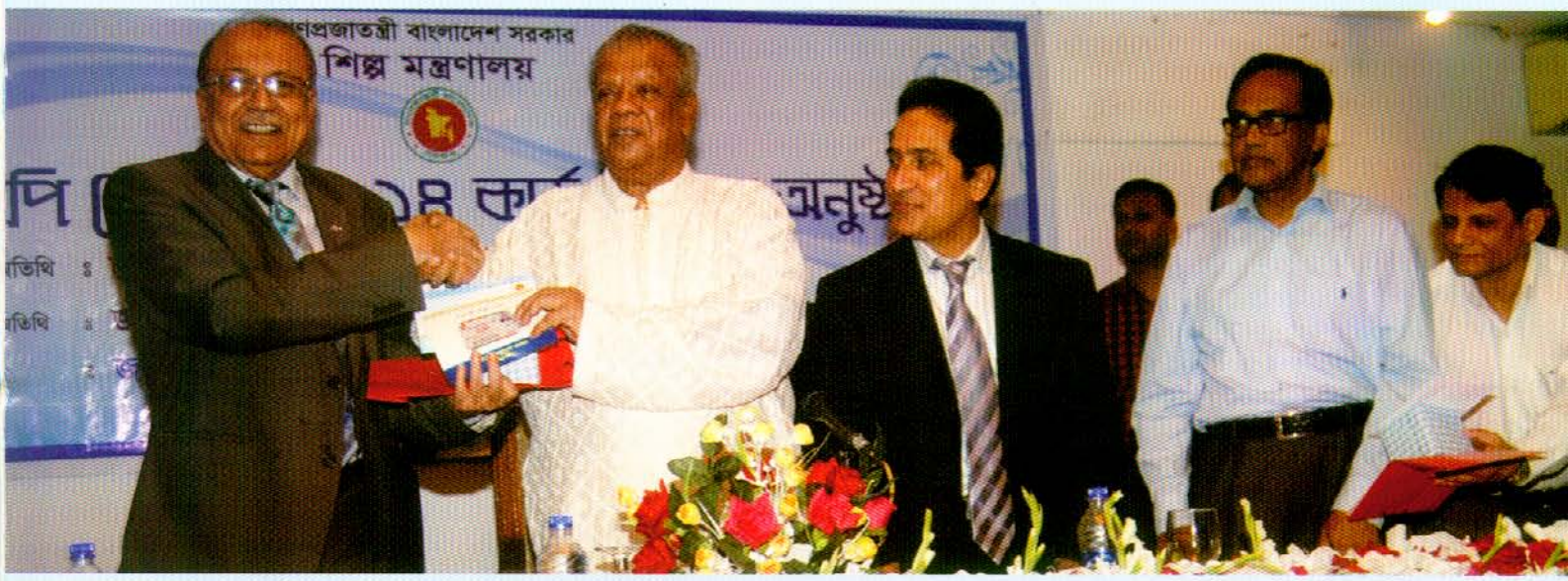

সিআইপি পদক বিতরণ করছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এমপি

শিপ রিসাইক্লিং শিল্পের কর্মপরিবেশ উন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ

জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ (শিপ রিসাইক্লিং) শিল্প বাংলাদেশে লোহা ও স্টিলের চাহিদা মিটিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ শিল্প থেকে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত জাহাজের জন্য স্টিল প্লেট ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ করার পাশাপাশি বিপুল পরিমাণে অদক্ষ জনবলের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। উদীয়মান এ শিল্পখাতের অপার সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হংকং কনভেনশন অনুযায়ী এর কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাসে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। গত ০৯ এপ্রিল রাজধানীর হোটেল সেরিনায় "বাংলাদেশে নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ (Safe and environmentally sound ship recycling in Bangladesh/SENSREC)"শীর্ষক প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা এ কথা বলেন। ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও) এবং নোরাডের সহায়তায় শিল্প মন্ত্রণালয় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শিল্পসচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। প্রকল্পের জাতীয় পরিচালক ও শিল্পমন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব বেগম ইয়াসমিন সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ, ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের প্রকল্প বিষয়ক প্রধান জোস মেথিক্যাল (Mr. Jose Matheickal), প্রকল্প সমন্বয়ক সিমন লেয়ার্স (Ms. Simone Leyers), বেসেল, রটারডেম ও স্টকহোম কনভেনশন্স সচিবালয়ের (Secretariat of the Basel, Rotterdam & Stockholm Conventions) প্রতিনিধি সুসান উইংফিল্ড (Mrs. Susan Wingfield), বাংলাদেশ শিপব্রেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি জহিরুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। শিল্পসচিব বলেন, এসএমই খাতের আওতাভুক্ত জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বাংলাদেশের একটি বিকাশমান শিল্পখাত। একে পরিবেশবান্ধব শিল্প হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যহত রেখেছে। ২০১১ সালে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণকে শিল্পের আওতাভুক্ত করার পর থেকে সরকার এর প্রসারে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। হংকং কনভেনশন অনুযায়ী এ শিল্পে পরিবেশ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলা ও নিরাপত্তা জোরদারের লক্ষ্যে জাহাজ ভাঙ্গা ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি বাংলাদেশে সবুজ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে আইএমও, আইএলও, ইউনিডো, নোরাডসহ উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা কামনা করেন।

ভারতে স্বীকৃতি পেল বিএসটিআই'র মানসনদ

বিএসটিআই এর কেমিক্যাল (রাসায়নিক) ও ফিজিক্যাল (পদার্থ) ল্যাবরেটরির দেয়া ২৫টি পণ্য এবং ১শ' ৪৩টি প্যারামিটারের মানসনদ ইতোমধ্যে ভারতের স্বীকৃতি পেয়েছে। ভারতীয় জাতীয় মান নির্ধারণী সংস্থা National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories এ স্বীকৃতি প্রদান করেছে। আরও ২০টি প্যারামিটারের পরীক্ষণ সনদ স্বীকৃতি প্রাপ্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এর ফলে ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী পণ্যের রপ্তানি বাড়বে। বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস উপলক্ষে বিএসটিআই আয়োজিত "পরিমাপ বিজ্ঞান ও আলোর ভূমিকা (Measurements and Light)" শীর্ষক আলোচনা সভায় গত ২০ মে এ তথ্য জানানো হয়। রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অবস্থিত মান ভবনে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। বিএসটিআই এর মহাপরিচালক ইকরামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের অতিরিক্ত শিল্পসচিব সুষেণ চন্দ্র দাস, এফবিসিসিআই'র সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ, বিএসটিআই'র মেট্রোলজি বিভাগের পরিচালক মোঃ আলী বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ, সঞ্চালনসহ সকল পর্যায়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম তৈরিতে কাঁচামালের যথাযথ পরিমাণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নিম্নমানের কাঁচামাল ব্যবহার করে উৎপাদিত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ব্যবহার দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। এর ফলে প্রায়ই জান-মালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হচ্ছে। তিনি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত শিল্প উদ্যোক্তাদের এ বিষয়ে সতর্ক থাকার আহবান জানান। অনুষ্ঠানে বক্তারা বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেন।

বাংলাদেশি পণ্য ভারতে প্রবেশের ক্ষেত্রে অশুল্ক বাধা দূর করার তাগিদ

বাংলাদেশি পণ্য ভারতে প্রবেশের ক্ষেত্রে অশুল্ক বাধা দূর করতে ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, ভারতের বাজারে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি পণ্যকে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেয়ার কথা বলা হলেও অশুল্ক প্রতিবন্ধকতার কারণে তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। তিনি দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের স্বার্থে এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের তাগিদ দেন। বাংলাদেশি জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড লিঃ এবং ভারতের জিন্দাল গ্রুপের মধ্যে ১০ টি জাহাজ নির্মাণের জন্য সম্পাদিত চুক্তির বিভিন্ন দিক তুলে ধরতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী এ তাগিদ দেন। রাজধানী লেকশো'র হোটেলে গত ২৫ এপ্রিল ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার সন্দীপ চক্রবর্তী, ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড লিঃ এর চেয়ারম্যান মোঃ সাইফুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন বক্তব্য রাখেন। ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার বলেন, বাংলাদেশের মতো দ্রুত উন্নয়নকামী দেশের জন্য রপ্তানি পণ্য বৈচিত্র্যকরণের (Diversification of Export Basket) উদ্যোগ নেয়া জরুরি। ভারতীয় জিন্দাল গ্রুপের সাথে বিরাট অংকের জাহাজ নির্মাণ চুক্তি বাংলাদেশের জন্য একটি সুখবর। এর মাধ্যমে বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের রপ্তানি সক্ষমতা বাড়বে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড লিঃ ভারতের প্রসিদ্ধ শিল্পগোষ্ঠি জিন্দাল গ্রুপের জন্য ১০টি পণ্যবাহী জাহাজ (৮০০০RWT Mini Bulk Carrier) নির্মাণ করবে। এর মাধ্যমে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ৬১.২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৪৮০ কোটি টাকা) আয় করবে। প্রথম পর্যায়ে ১৮ মাসের মধ্যে ৬ টি জাহাজ নির্মাণ ও হস্তান্তর করা হবে। পরবর্তীতে বাকি ৪ টি জাহাজ নির্মাণ ও হস্তান্তর করা হবে। নির্মাণ আদেশ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে এ যাবৎ সম্পাদিত নির্মাণ চুক্তিগুলোর মধ্যে অর্থের পরিমাণ বিবেচনায় সর্বোচ্চ।

বিশ্ব মেধা সম্পদ দিবস উদযাপিত

সঙ্গীত, শিল্প ও সাহিত্যকর্মের মতো সৃজনশীল মেধাসম্পদের পাইরেসিরোধে সংশোধিত কপিরাইট আইনের আলোকে দেশব্যাপী অভিযান জোরদার করা হবে বলে জানিয়েছে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, এ ধরনের অপকর্মের বিরুদ্ধে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে। শিল্পমন্ত্রী গত ২৬ এপ্রিল রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে "সঙ্গীতের চেতনায় জেগে উঠুন (Getup, Standup.For Music)" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) এ সেমিনার আয়োজন করে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ ফরহাদ উদ্দিনের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিকবিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের চেয়ারম্যান শাহনাজ নাসরিন ইলা। অনুষ্ঠানে এফবিসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ, ডিপিডিটি'র ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মোঃ ইলিয়াস ভূঁইয়া আলোচনায় অংশ নেন। সংস্কৃতিকবিষয়ক মন্ত্রী বলেন, মেধাসম্পদ বর্তমানে অর্থনৈতিক সম্পদে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে সঙ্গীত শিল্পখাত থেকে সরকার প্রতিবছর ২'শ ৫০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করছে। এর পাশাপাশি দেশব্যাপী আয়োজিত বই মেলা থেকে প্রকাশক ও সরকার আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। চারু ও কারু শিল্প গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত শক্তিশালি করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানায় ওভারটাইম ভাতা : একটি পর্যালোচনা

*দিলীপ কুমার সাহা

ওভারটাইম বা অধিকাল বলতে একজন শ্রমিক বা কর্মচারির স্বাভাবিক কর্মঘন্টার বাইরে কর্মে নিয়োজিত সময়কে বুঝায়। ধারাবাহিক উৎপাদন প্রক্রিয়া চলমান রাখার স্বার্থে শ্রমিক/কর্মচারিদের ছুটি, চিকিৎসা, শূন্যপদ ইত্যাদির কারণে স্বাভাবিক কর্মঘন্টার অতিরিক্ত সময় কাজে নিযুক্ত করা হয়। এতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যেমন লাভবান হন তেমনি অতিরিক্ত সময় কাজে নিয়োজিত শ্রমিক/কর্মচারি আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হন। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানায় অধিকাল ভাতা খাতে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়বৃদ্ধি প্রতিষ্ঠানের মুনাফা হ্রাস পাওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যাতে অমানবিকভাবে শ্রমিক, কর্মচারিকে কর্মে নিযুক্ত করতে না পারেন এবং নিয়োজিত শ্রমিক কর্মচারি যাতে ন্যায্য পারিশ্রমিক হতে বঞ্চিত না হন সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ১০২ ধারায় নিম্নরূপ বিধান বর্ণিত হয়েছে ঃ

(১) শ্রম আইন অনুযায়ী কোন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক/কর্মচারি দ্বারা সাধারণত বিশ্রাম/আহারের জন্য একঘন্টা/আধাঘন্টা বিরতি ব্যতীত দৈনিক ৮ (আট) ঘন্টা এবং সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টার অধিক কাজ করবেন না বা তাকে দিয়ে কাজ করানো যাবে না।

(২) কোন শ্রমিক/কর্মচারি যদি কোনদিন বা সপ্তাহ নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাজ করেন সেক্ষেত্রে তিনি তার অধিকাল কাজের জন্য মূল মজুরী/বেতনের হারের দ্বিগুণ হারে ওভারটাইম ভাতা প্রাপ্য হবেন। তবে শর্ত থাকে যে, কোন সপ্তাহে উক্তরূপ কোন শ্রমিকের মোট কর্ম সময় ষাট ঘন্টার অধিক হবে না এবং কোন বৎসরে তা গড়ে প্রতি সপ্তাহে ছাপ্পান্ন ঘন্টার অধিক হবে না।

শ্রম আইন অনুযায়ী অধিকাল ভাতার বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ করপোরেশনের অধীন (১) পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কারখানা লিঃ, (২) চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কারখানা লিঃ, (৩) ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কারখানা লিঃ (ঘোড়াশাল), (৪) যমুনা ফার্টিলাইজার কারখানা লিঃ এবং (৫) আশুগঞ্জ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কারখানা লিঃ এর অধিকাল ভাতা সংক্রান্ত প্রচলিত ব্যবস্থা, অধিকাল খাতে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় এবং শ্রম ঘন্টা তথ্য পর্যালোচনা করা হয়।

অধিকাল বিষয়ে প্রচলিত ব্যবস্থা

(১) কারখানার বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক/কর্মচারিদের দ্বারা কারখানার গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রয়োজনে বিশেষ করে অনুমোদিত সেট-আপ অনুযায়ী শুন্যপদের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা/শাখা প্রধানের সুপারিশ ও বিভাগীয় প্রধানের অনুমোদন নিয়ে অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়।

(২) কারখানায় নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কারখানার অপারেশন বিভাগের কর্মরত জেনারেল শিফটের শ্রমিক/কর্মচারি/কর্মকর্তা ছাড়া অবশিষ্ট সকলকে এবং অপারেশন বিভাগের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগের কিছু কিছু শাখার শ্রমিক/কর্মচারি/কর্মকর্তাদের ঘূর্ণায়মান প্রক্রিয়ায় ৮ ঘন্টা অন্তর অন্তর তিনটি পালায় কাজ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে কারখানার অনুমোদিত সেট-আপ অনুযায়ী লোকবল ঘাটতি, অসুস্থতা, ছুটি, বিশ্রাম, অফিসের কাজে কেউ যদি কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকে তদস্থলে উপস্থিত শ্রমিক/কর্মচারিকে ৮ ঘন্টা অতিরিক্ত কাজের জন্য ৮ ঘন্টা অধিকাল প্রদান করতে হয়। এভাবে ঘূর্ণায়মান ৩ টি পালায় ঘাটতি অনুযায়ী যতজন শ্রমিক/কর্মচারিকে পালায় নিয়োজিত করা হয়, তাদেরকে জনপ্রতি ৮ ঘন্টা হিসেবে ওভারটাইম প্রদান করা হয়।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে অধিকাল খাতে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় পর্যালোচনা

(লক্ষ টাকায়)

কারখানার নাম	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়	বৃদ্ধির হার
পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কারখানা লিঃ	২৮১.৮০	৯১৭.১৯	২২৫.৪৭%
চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কারখানা লিঃ	২৮০.০০	১০৯৩.১২	২৯০.০৪%
ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কারখানা লিঃ (ঘোড়াশাল)	৩০৭.৬৫	১০৫৮.০৪	২৪৩.৯১%
যমুনা ফার্টিলাইজার কারখানা লিঃ	৩২০.০০	১১১২.৯৬	২৪৭.০৮%
আশুগঞ্জ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কারখানা লিঃ	৩৩১২.০০	১৪০৭.৮৮	৩২৫%

কারখানাসমূহের অধিকাল খাতে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় পর্যালোচনা এর মধ্যে কোন সমঞ্জস্য নেই দেখা যায়। প্রতিমাসেই এ খাতে বাজেটের অতিরিক্ত ব্যয় পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন মাসে এ ব্যয় সামান্য হ্রাস পেলেও পরবর্তী মাসসমূহে বৃদ্ধির হার উর্দ্ধমুখি থাকে। অধিকাল খাতে বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে অন্য খাতের অর্থ উপযোজন করা হয়। এরূপ উপযোজন ও ব্যয়বৃদ্ধি আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থি। অধিকাল মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই বলে প্রতীয়মান হয়। কারখানার শুন্যপদ, ছুটি ইত্যাদি পর্যালোচনা করে সম্ভাব্য অধিকাল ব্যয় প্রাক্কলন করা হলে যুক্তিযুক্তভাবে এ খাতে বাজেট বরাদ্দ করা সম্ভব হবে ফলে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের পার্থক্য হ্রাস পাবে।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মূল বেতন ও অধিকাল খাতে অর্থ ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

কারখানার নাম	বেতন খাতে ব্যয়	অধিকাল খাতে ব্যয়	বেতনের তুলনায় অধিকালের হার
পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কারখানা লিঃ	৬৯৮.৪৩	৯১৭.৮১	১৩১.৩২%
চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কারখানা লিঃ	৮০১.৬৪	১০৯৩.১২	১৩৬.৩৬%
ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কারখানা লিঃ (ঘোড়াশাল)	৮৩৫.০০	১০৫৮.০৪	১২৬.৭৫%
যমুনা ফার্টিলাইজার কারখানা লিঃ	৭১৭.১৩	১১১২.৯৬	১৫৫.২০%
আশুগঞ্জ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কারখানা লিঃ	১০০০.৬৯	১৪০৭.৮৮	১৪০.৬৯%

মূল বেতন ও অধিকাল খাতে বার্ষিক ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায় পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কারখানা লিঃ, চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কারখানা লিঃ, ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কারখানা লিঃ (ঘোড়াশাল), যমুনা ফার্টিলাইজার কারখানা লিঃ এবং আশুগঞ্জ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কারখানা লিঃ যথাক্রমে মূল বেতনের উপর ১৩১.৩২%, ১৩৬.৩৬%, ১২৬.৭৫% এবং ১৪০.৬৯% বর্ধিত হারে অধিকাল ভাতা খাতে ব্যয় করলেও যমুনা সার কারখানায় মূলবেতনের ১৫৫.২০% অধিকাল ভাতা প্রদান করা হয়েছে। এতে প্রতিয়মান হয় অধিকাল অনুমোদনে কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণহীনতার কারণে ব্যয় অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সাধারণ শ্রমঘন্টা ও অধিকাল শ্রমঘন্টা

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে স্বাভাবিক শ্রমঘন্টা ও অধিকাল শ্রম ঘন্টার তুলনামূলক বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

কারখানার নাম	শ্রমিক সংখ্যা	দৈনিক ৮ ঘন্টা হিসেবে শ্রমঘন্টা	দৈনিক ৮ ঘন্টা হিসেবে মাথাপিছু শ্রমঘন্টা	প্রকৃত অধিকাল শ্রমঘন্টা	মাথাপিছু প্রকৃত অধিকাল শ্রমঘন্টা	গড়ে মাথাপিছু সাপ্তাহিক শ্রমঘন্টা	
						স্বাভাবিক	অধিকাল
পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা	৩৭৪	৭৪৪,৯৬৫	১৯৯১.৮৮	৭৩৩,৮১০	১৯৬২.০৫	৩৪.৩	৩৭.৭৩
চিটাগাং ইউরিয়া সার কারখানা	৩৪৫	৮৬১১২০	২৪৯৬.০০	৭৩৭,৬৪৯	২১৩৮.১১	৪৮	৪১.১১
ইউরিয়া সার কারখানা (ঘোড়াশাল)	৪১৭	৮৩৭,০৭০	২০০৭.৩৬	৯৩০,৮৫২	২২৩২.২৫	৩৮.৬০	৪২.৯২
যমুনা সার কারখানা	৩৫৬	৮৮৮,৫৭৬	২৪৯৬.০০	৮৪০,৪৩৭	২৩৬০.৭৭	৪৮	৪৫.৩৮
আশুগঞ্জ ইউরিয়া সার কারখানা	৭৪৭	১৮৬৪৫১১	২৪৯৬.০০	১,৩০,১৬,৩০	১৭৪২.৪৭	৪৮	৩৩.৫

শ্রম আইন অনুযায়ী সপ্তাহে কোন শ্রমিকের মোট কর্ম সময় ৬০ ঘন্টা এবং গড়ে প্রতি সপ্তাহে ৫৬ ঘন্টা। এর মধ্যে অধিকাল সময় ১২ ঘন্টা। সে হিসেবে গড়ে সাপ্তাহিক স্বাভাবিক শ্রমঘন্টা গড়ে ৪৪ ঘন্টা। ৫টি সার কারখানারই প্রকৃত স্বাভাবিক শ্রমঘন্টা ও অধিকাল শ্রম ঘন্টার মধ্যে ব্যাপক গড়মিল রয়েছে। পলাশ ইউরিয়া সার কারখানায় সাপ্তাহিক স্বাভাবিক শ্রম ঘন্টা ৪৪ এর স্থলে ৩৪.৩ ঘন্টা এবং অধিকাল শ্রম ঘন্টা ১২ ঘন্টার স্থলে ৩৭.৭৩ ঘন্টা হয়েছে। চিটাগাং, যমুনা ও আশুগঞ্জ সার কারখানায় প্রকৃত স্বাভাবিক শ্রমঘন্টা ৪৮ ঘন্টা যা আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু অধিকাল খাতে সাপ্তাহিক শ্রম ঘন্টা তিনগুণেরও অধিক। এতে প্রতীয়মান হয় যে কারখানাসমূহে শ্রমঘন্টার হিসাব বাস্তবসম্মত নয় এবং শ্রম আইনের বিধান প্রতিফলিত হচ্ছে না।

সার্বিক পর্যালোচনা

উল্লেখিত ৫টি করখানার অধিকাল সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই যা আর্থিক শৃঙ্খলা পরিপন্থি। বাজেট বহির্ভূত ব্যাপক ব্যয়ের কোন কার্যকর জবাবদিহিমূলক কৌশল না থাকায় এবং পরিচালনা বোর্ডের এ খাতের ব্যয় হ্রাসের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না হওয়ায় নিয়ন্ত্রণহীনভাবে এ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। শ্রমিক/কর্মচারিদের স্বাভাবিক কার্যসমূহের অতিরিক্ত সময় নিযুক্তির ক্ষেত্রে শ্রম আইনের বিধান লংঘিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ থেকে শুন্য পদের বিপরীতে নিযুক্তি এবং কারখানার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অধিকাল কাজে নিযুক্তি প্রদান এবং ব্যয়বৃদ্ধির যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। কারখানাসমূহের জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস, শুন্যপদ ও ছুটি বিবেচনার ভিত্তিতে অধিকাল খাতে সম্ভাব্য শ্রম ঘন্টা প্রাক্কলন করে বার্ষিক চাহিদার ভিত্তিতে বাজেটে প্রস্তাব উপস্থাপন এবং অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবতার নিরিখে অধিকালের বাজেট অনুমোদন করা হলে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। অপর পক্ষে অধিকাল প্রস্তাবকারী ও মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহির আওতায় আনা হলে এই খাতের ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে থাকবে।

সুপারিশ ঃ

১) প্রতিটি কারখানার জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে প্রকৃত জনবল নিরূপণ এবং শূন্যপদে নিয়োগ প্রদান।
২) কারখানায় শ্রমিকের সম্ভাব্য প্রকৃত চাহিদা প্রাক্কলনের মাধ্যমে অধিকালের বাজেট প্রস্তাব ও অনুমোদন।
৩) অনুমোদিত বাজেটের বাইরে অতিরিক্ত ব্যয় বন্ধ করার জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রদান এবং সংস্থা কর্তৃক দুই মাস অন্তর নিবিড় পর্যবেক্ষণ।
৪) অধিকালের প্রস্তাবকারী ও মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের জন্য জবাবদিহিমুলক নিদের্শনা সংস্থা হতে প্রদান।
৫) কোম্পানি পরিচালনা বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধিকাল ভাতা যুক্তিযুক্ত ভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা।
৬) শ্রম আইনের বিধান প্রতিপালনে কার্যকর মনিটরিং চালু করা।

তথ্যসুত্র ঃ অধিকাল ভাতা যাচাই করার দুটি কমিটির প্রতিবেদন এবং কারখানাসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য।

*যুগ্মসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

শিল্পবার্তা

বর্ষ ৪- সংখ্যা ৮- ১৪ আষাঢ় ১৪২২, ২৮ জুন ২০১৫

বিসিক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়াধীন এ টু আই প্রকল্পের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের আওতায় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উদ্ভাবনি উদ্যোগের জন্য পুরস্কার লাভ করেছে। বিসিকের পক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার গ্রহণ করেন শিল্পমন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব ও চিফ ইনোভেশন অফিসার জনাব নিমাই চন্দ্রপাল এবং বিসিকের প্রকৌশলি নাসরীন রহিম।

আমাদের কথা

বৈদেশিক আঞ্চলিক অর্থনীতি উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থাগত সুবিধা কাজে লাগিয়ে শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন এখন সময়ের দাবী। শিল্পায়নে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় একান্ত অপরিহার্য। উৎপাদিত শিল্প পণ্যের বিশ্ব স্বীকৃত মান অর্জন ও ধরে রাখার জন্য যথা শীঘ্র সম্ভব শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মান সংস্থা বিএসটিআই এর কর্মপরিসর ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। অন্যদিকে শিল্প ক্ষেত্রে মেধাসম্পদ অধিকার ও ভৌগলিক নির্দেশক পণ্যের সুরক্ষা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও ক্রমবর্ধমান বাজার সম্প্রসারণের জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শর্তাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান হালনাগাদ করতে হবে। এহেন প্রেক্ষাপটে শিল্পবার্তার এ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে।

শিল্পবার্তা প্রকাশনা পরিষদের কেউই পেশাদার নন। অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তাদের এ প্রচেষ্টায় ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় তারা নেবেন। শিল্পবার্তার মান বা অন্য যেকোন বিষয়ে ভালমন্দ মতামত বা পরামর্শ সবসময়ই প্রত্যাশিত ও সাদরে আমন্ত্রিত। ইতোমধ্যে যারা লিখে, তথ্য প্রদান করে বা দিকনির্দেশনা/পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন সম্পাদনা পরিষদ তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। ভবিষ্যতে আরও তথ্যসম্মৃদ্ধ মানসম্মত লেখা দেয়ার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানানো হচ্ছে।

-সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদনা পরিষদ : দিলীপ কুমার সাহা-যুগ্মসচিব, মোঃ শওকত আলী-উপসচিব, মোঃ আমিনুর রহমান-উপসচিব
হাসনা জাহান খানম-উপসচিব এবং মোঃ আবদুল জলিল-সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা।

প্রকাশনায় ঃ শিল্প মন্ত্রাণালয়, শিল্প ভবন, ৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, ই-মেইল ঃ shilpabarta.moind@gmail.com, Web : www.moind.gov.bd